অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ

সাযযাদ কাদির

বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রয়েছে অনুবাদের। মধ্যযুগে সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ ও কাব্য-মহাকাব্য এবং আরবি ফারসি হিন্দুস্থানি আখ্যানকাব্য ও ধর্মতত্ত্ব অনুদিত হয়ে রস ও রসদে পুষ্ট করেছে বাংলার কাব্যজগৎকে। উনিশশতকে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত সবাই ইংরেজি সাহিত্যের কাছে ঋণী করেছেন আমাদের। বিশশতকে একসঙ্গে বিশ্বসাহিত্যে আমরা অবগাহন করেছি অনুবাদের মাধ্যমে। ছোটোবেলায় রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী ছিলেন না স্কুলে যেতে। তাই ব্যবস্থা হয়েছিল গৃহশিক্ষার। ইংরেজি ও সংস্কৃত যাতে তিনি ভালোভাবে শিখতে পারেন সেজন্য জোর দেওয়া হয়েছিল বিশেষভাবে। কিন্তু পড়ায় মন ছিল না রবীন্দ্রনাথের। তাই গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য (আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও সহকারী সম্পাদক আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য বেদান্তবাগীশের পুত্র) "হাল ছাড়িয়া দিয়া অন্য পথ ধরিলেন।" সংস্কৃতশিক্ষার জন্য কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' তিনি 'বাংলায় অর্থ করিয়া' পড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে। আর ইংরেজি শিক্ষার জন্য তাঁকে দিয়ে তিনি অনুবাদ করিয়েছেন শেকসপিয়র-এর 'ম্যাকবেথ'। "জীবনস্মৃতি"-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "যতক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি তর্জমা না করিতাম ততক্ষণ ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিতেন। সমস্ত বইটার অনুবাদ শেষ হইয়া গিয়াছিল।" ওদিকে 'কুমারসম্ভব'-এর তৃতীয় সর্গ 'মদনদহন'-এর ৪০টি শ্লোক রবীন্দ্রনাথ ছন্দে অনুবাদ করেন ১৮৭৪ সালে, ১৩ বছর বয়সে। এভাবেই সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি অনুবাদে ও সাহিত্যে একসঙ্গে হাতেখড়ি হয় তাঁর।

শেকসপিয়র অনুবাদে আর হাত না-দিলেও কালিদাসের 'রঘুবংশ'-এর অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এছাড়া তিনি মারাঠিসাধক সন্ত তুকারাম (১৬০৮—আ. ১৬৫০)-এর ১৫টি 'অভঙ্গ' (ভক্তিগীতি) অনুবাদ করেছিলেন ইংরেজি অনুবাদ থেকে। তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর।

এই অনুবাদ-প্রীতি রবীন্দ্রনাথের ছিল সব সময়েই। বইয়ের মারজিনেও

অনুবাদ করতেন তিনি। জর্জ আবরাহাম গ্রিয়ার্সন (১৮৫১-১৯৪১)-এর মৈথিলি ভাষার ব্যাকরণ, পদাবলি ও শব্দমালা বইটি রবীন্দ্রনাথ পড়েন ১৮৪৪ সালে। তখন ওই বইয়ের মারজিনে তিনি অনুবাদ করেছিলেন 'বিদ্যাপতি'-র পদগুলো। এর প্রায় ২০ বছর পরে চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত "ধম্মপদ" পড়তে গিয়ে বইটির মারজিনে এর কিছুকিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

সমালোচক-গবেষক শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "ভারতীয় ও অভারতীয় রচনার রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদের পরিমাণ খুব কম নয়। আদিপর্বে অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন মূলত ভাষাশিক্ষার একটি পদ্ধতি হিসেবে। অনুবাদের উপলক্ষে মূল রচনাটিও বিশেষভাবে আয়ত্তও হয়েছে। প্রধানত ক্লাসিক অনুবাদেও তিনি অধিক শ্রম স্বীকার করেছেন এই পর্বে। পরবর্তীকালে নানা উপলক্ষে নানা প্রয়োজনে বিভিন্ন শ্লোক বা কবিতার অনুবাদ তিনি করেছেন। তাঁর অনুবাদকর্ম তাঁর সাহিত্যচর্চারই অঙ্গ। শুধু সাহিত্যজ্ঞান সমৃদ্ধিই নয়, নানা ভাবনা এবং দর্শন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানবৃদ্ধির উপায়ও হয়েছে এই অনুবাদচর্চা। তদুপরি অনুবাদচর্চা তাঁর শব্দচেতনাকেও সমৃদ্ধ করেছে। একটি শব্দকে যথাযথ অর্থে উপলব্ধি করা বিশেষ জরুরি। অনূদিত ভাষায় সংহত শব্দচয়ন করতেও তাঁর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির এক অনুশীলন ঘটেছে এই সূত্রে।"

রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছিলেন টমাস মূর (১৭৭৯-১৮৫২), পারসি বিশি শেলি (১৭৯২-১৮২২), ভিক্তর হুগো (১৮০২-৮৫), এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (১৮০৬-৬১), ক্রিসটিনা রসেটি (১৮৩০-৯৪), আলগেরনন চার্লস সুইনবার্ন (১৮৩৭-১৯০৯) প্রমুখের কবিতা। "বিদেশী ফুলের গুচ্ছ" নামে ওই অনূদিত কবিতাগুলো স্থান পেয়েছিল "কড়ি ও কোমল" কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে (১৮৮৬)।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রচনা। ইংরেজিতেই হয়েছে বেশি। আর এই ইংরেজিতে তাঁর কবিতার প্রথম অনুবাদকও তিনি। তখন অনুবাদের জন্য যে কবিতাটি তিনি বেছে নিয়েছিলেন তার নাম 'নিষ্ফল কামনা" (১৮৮৭)। এ কবিতাটি পরে সংকলিত হয়েছে 'মানসী ' কাব্যগ্রন্থে (১৮৯০)। আর অনুবাদটি শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখেছে ১৯৩৯ সালের নভেম্বরে 'বিশ্ব-

ভারতী কোয়ার্টারলি'তে। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ করেন অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮)। এ অনুবাদ তিনি করেন ১৯১০ সালে। পরের বছর রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করেন সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)।

রবীন্দ্রনাথ-কৃত 'নিষ্ফল কামনা'-র অনুবাদই অন্য কোনো ভাষায় রবীন্দ্র-রচনার প্রথম অনুবাদ। এরপর হিন্দিতে প্রথম রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হয় "চিত্রাঙ্গদা"(১৮৯৫)। অনুবাদক গোপালরাম গহমরি। প্রথম অনূদিত ছোটোগল্প "মুক্তির উপায়" (১৯০১)। গল্পটি হিন্দিতে অনুবাদ করেন শ্যামসুন্দর দাস। উপন্যাসের মধ্যে 'রাজর্ষি' ও 'মুকুট' হিন্দিতে অনূদিত হয় ১৯১০ সালে।

ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প প্রথম অনুবাদ করেন মারগারেট এলিজাবেথ নোবল (১৮৬৭-১৯১১)—যিনি ভগিনী নিবেদিতা নামেই বেশি খ্যাত। 'কাবুলিওয়ালা', 'ছুটি' এবং আর একটি ছোটোগল্প অনুবাদ করেছিলেন তিনি। 'কাবুলিওয়ালা'-র অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১২ সালে—তাঁর মৃত্যুর পরে।

মালয়ালম্ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনার সংকলন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৮-১৯ সালে। অনুবাদ করেছিলেন পুত্তেরত্ রামন মেনোজ। তামিল ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি ছোটোগল্প অনূদিত হয় প্রথমে। অনুবাদ করেছিলেন প্রখ্যাত কবি সুব্রহ্মণ্য ভারতী (১৮৮২-১৯২১)। তিনি 'মহাকবি ভারতী' নামে সমধিক পরিচিত। ওড়িয়া ভাষায় প্রথম অনূদিত রবীন্দ্র-রচনা "দুই বোন" (১৯৫০)। অনুবাদক চিত্তরঞ্জন দাশ। সাঁওতালি ভাষায় প্রথম অনূদিত হয় 'ছুটি' কবিতাটি (১৯৬০)। অনুবাদ করেন সারদাপ্রসাদ কিস্কু। সংস্কৃত ভাষায় প্রথম অনুবাদ হয় "গীতাঞ্জলি" (১৯২৯)। এটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। অনুবাদক অমরেন্দ্রমোহন তর্কতীর্থ।

পোর্তুগিজ ভাষায় প্রথম অনূদিত হয় "চিত্রাঙ্গদা"। "চিত্রা" নামে ওই অনুবাদ ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় পোর্তুগিজ গোয়া থেকে। অনুবাদক হোসে ফেরেরা মারতিনস্। ওই বছরই, কয়েকমাস পরে, পোর্তুগিজ ভাষায় "গীতাঞ্জলি"-র অনুবাদ প্রকাশিত হয় ব্রাজিলের সাও পাউলো থেকে। এর অনুবাদক ব্রাউলিও

প্রেহো। পরের বছর রবীন্দ্রনাথের "শিশু" অনুবাদ করেন প্লাসিদো বারবোসা। পরে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রচনা অনুবাদ করেন 'ব্রাজিলিয়ান মডার্নিস্ট মুভমেন্ট' (১৯২২)-এর নেতৃস্থানীয় কবি সিসিলিয়া মেইরেলেস (১৯০১-৬৪)।

চিনা ভাষায় প্রথম রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন ছেন তুসিউ (১৮৭৯-১৯৪২)। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'সিহান বিপ্লব' এবং বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রপন্থী '৪ঠা মে আন্দোলন'-এর নেতা ; চিনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পার্টির প্রথম সভাপতি ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক। ১৯১৫ সালে তাঁর সম্পাদিত 'সিন ছিংনিয়েন' (১৯১৫-২৬) পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় তিনি প্রকাশ করেন 'গীতাঞ্জলি'-র চারটি কবিতার অনুবাদ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে সুইডেনের বিদগ্ধ মহলে আগ্রহ সৃষ্টির প্রমাণ মেলে ১৯১১ সাল থেকে। প্রিন্স ভিলহেল্‌ম্ অব সুইডেন অ্যাণ্ড নরওয়ে, ডিউক অব সোয়েডেরমানলাণ্ড (১৮৮৪-১৯৬৫) ঈশ্বরদী হয়ে কোচবিহার যাওয়ার পথে কলকাতা সফর করেন ওই বছর। তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা হয় তাঁর। এর বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাঁর "দায়ের সোলেন লাইসের" (' দেয়ার দ্য সান শাইনস্) গ্রন্থে। তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রিন্সের দেখা হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট নয় ওই বৃত্তান্ত-বিবরণীতে।

১৯১৩ সালে সুইডিশ একাডেমি নোবেল প্রাইজে ভূষিত করে রবীন্দ্রনাথকে। ওইসময়ে তাঁর লেখা একাডেমির সভ্যরা পড়েছিলেন অনুবাদের মাধ্যমে। স্টকহোম-এর নামি প্রকাশনা সংস্থা 'পি.এ. নোরস্টেড অ্যাণ্ড সোয়েনার ফোরেরলাগ" (বর্তমানে ' নোরস্টেডস ফোয়েরলাগ এবি') প্রথম উদ্যোগ নেয় রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশের। রবীন্দ্রনাথের ২৬টি লেখা তাঁরা বেছে নেন অনুবাদের জন্য। এর ২৪টি ইংরেজি অনুবাদ থেকে, দুটি ফরাসি অনুবাদ থেকে। ভাষান্তরের দায়িত্ব দেয়া হয় সুইডেনের ক-জন খ্যাতিমান লেখক- লেখিকাকে। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় "দ্য গারডেনার" ও "দ্য ক্রিসেন্ট মুন"-এর অনুবাদ। প্রথমটির অনুবাদক ক্রিসটিয়ান আনদেরবের্গ, পরেরটির অনুবাদক হারাল্ড হেমান। 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। অনুবাদক আনদ্রিয়া বুতেনস্কয়েন। প্রিন্স ভিলহেলম

প্রেহো। পরের বছর রবীন্দ্রনাথের "শিশু" অনুবাদ করেন প্লাসিদো বারবোসা। পরে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রচনা অনুবাদ করেন 'ব্রাজিলিয়ান মডার্নিস্ট মুভমেন্ট' (১৯২২)-এর নেতৃস্থানীয় কবি সিসিলিয়া মেইরেলেস (১৯০১-৬৪)।

চিনা ভাষায় প্রথম রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেন ছেন তুসিউ (১৮৭৯-১৯৪২)। তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'সিহান বিপ্লব' এবং বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রপন্থী '৪ঠা মে আন্দোলন'-এর নেতা ; চিনা কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং পার্টির প্রথম সভাপতি ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক। ১৯১৫ সালে তাঁর সম্পাদিত 'সিন ছিংনিয়েন' (১৯১৫-২৬) পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যায় তিনি প্রকাশ করেন 'গীতাঞ্জলি'-র চারটি কবিতার অনুবাদ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে সুইডেনের বিদগ্ধ মহলে আগ্রহ সৃষ্টির প্রমাণ মেলে ১৯১১ সাল থেকে। প্রিন্স ভিলহেল্‌ম্ অব সুইডেন অ্যাণ্ড নরওয়ে, ডিউক অব সোয়েডেরমানলাণ্ড (১৮৮৪-১৯৬৫) ঈশ্বরদী হয়ে কোচবিহার যাওয়ার পথে কলকাতা সফর করেন ওই বছর। তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা হয় তাঁর। এর বিশদ বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাঁর "দায়ের সোলেন লাইসের" (' দেয়ার দ্য সান শাইনস্) গ্রন্থে। তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রিন্সের দেখা হয়েছিল কিনা তা স্পষ্ট নয় ওই বৃত্তান্ত-বিবরণীতে।

১৯১৩ সালে সুইডিশ একাডেমি নোবেল প্রাইজে ভূষিত করে রবীন্দ্রনাথকে। ওইসময়ে তাঁর লেখা একাডেমির সভ্যরা পড়েছিলেন অনুবাদের মাধ্যমে। স্টকহোম-এর নামি প্রকাশনা সংস্থা 'পি.এ. নোরস্টেড অ্যাণ্ড সোয়েনার ফোরেরলাগ" (বর্তমানে ' নোরস্টেডস ফোয়েরলাগ এবি') প্রথম উদ্যোগ নেয় রবীন্দ্র-রচনা প্রকাশের। রবীন্দ্রনাথের ২৬টি লেখা তাঁরা বেছে নেন অনুবাদের জন্য। এর ২৪টি ইংরেজি অনুবাদ থেকে, দুটি ফরাসি অনুবাদ থেকে। ভাষান্তরের দায়িত্ব দেয়া হয় সুইডেনের ক-জন খ্যাতিমান লেখক- লেখিকাকে। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় "দ্য গারডেনার" ও "দ্য ক্রিসেন্ট মুন"-এর অনুবাদ। প্রথমটির অনুবাদক ক্রিসটিয়ান আনদেরবের্গ, পরেরটির অনুবাদক হারাল্ড হেমান। 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। অনুবাদক আনদ্রিয়া বুতেনস্কয়েন। প্রিন্স ভিলহেলম

অনুবাদ করেছিলেন "দ্য ফায়ারফ্লাইস্"। এ-বইটি প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে। একালে সুইডিশ ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সার্থক অনুবাদ করেছেন পি.ও. হেনরিকসন।

স্প্যানিশ ভাষায় রবীন্দ্র-রচনার অনুবাদ যাঁকে বিশেষ খ্যাতি দিয়েছে তিনি কবি জেনোবিয়া কামপ্রুবি (আ. ১৮৮৭-১৯৫৬)। এ কাজে তাঁকে সহযোগিতা করেছেন তাঁর স্বামী হুয়ান রামোন হিমেনেথ (১৮৮১-১৯৫৮)। দুজনে মিলে রবীন্দ্রনাথের অন্তত ২২টি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন ১৯১৪-২২সালে। হিমেনেথ সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান ১৯৫৬ সালে। এর দুদিন পরে মৃত্যুবরণ করেন জেনোবিয়া।

ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার সবচেয়ে প্রশংসিত অনুবাদ করেছেন কেতকী কুশারী ডাইসন। "সন্ধ্যা সংগীত" থেকে " শেষ লেখা" পর্যন্ত সমগ্র কবিকর্মকে তিনি তুলে ধরেছেন "আই ও'ন্ট লেট ইউ গো: সিলেক্টেড পোয়েমস্ অব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" (১৯৯১) নামের সংকলন-গ্রন্থটিতে। রবীন্দ্রনাথের গানের ইংরেজি অনুবাদে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন সুধাময়ী দেবী (১৮৯৬-১৯৮২)। মৃত্যুর একবছর আগে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অনূদিত গানগুলোর সংকলন। রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৮৫)-এর পত্নী সুধাময়ী দেবী নীরবে, অনেকটা গোপনে, শতকাজের মাঝে একটির পর একটি রবীন্দ্রসংগীত অনুবাদ করে গেছেন তাঁর একান্ত ভালোবাসার তাগিদে। এখানে উদ্ধৃত করছি তাঁর "এই বুঝি মোর ভোরের তারা" গানটির অনুবাদ—

Is this my morning star
Come in guise
Of the evening star?
It gazes at me
With its eternal smile.
I could not see it in the morning ;
It had gone on a lone voyage.
It has now anchored its boat
On the shore of darkness
Beyond the sea of light.